তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

এবার আদমজীর স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকেও ছাঁটাই নোটিশ

এফ গ্রেড পাওয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

৩ দিনে কয়েকশ শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : আদমজী জুট মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকেও গতকাল বুধবার ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ফলে স্কুলের এফ গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন, গত ৩ দিনে কয়েকশ শ্রমিক মিল থেকে এক টাকাও ক্ষতিপূরণ পাননি। নানা অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়নি।

গতকাল ১নং মিলের সমাপ্তি, কারিগরি, ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য বিভাগের ১ হাজার ১৭৮ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয়। গতকাল বয়স্ক শ্রমিকদের আধিক্য ছিল বেশি। তাই গতকাল শ্রমিকরা মোটা অঙ্কের টাকার চেক পেয়েছেন। ১ নং মিলের উইভিং সেকশনের শ্রমিক আবুল হাশেম সর্দার সর্বোচ্চ ৬ লাখ ৭১ হাজার টাকার চেক পেয়েছেন।

আদমজীর ভেতরে অবস্থিত তিনটি স্কুল ও একটি মাদ্রাসার দেড় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে গতকাল মিল কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছে। আদমজী জুট মিলের উপ-মহাব্যবস্থাপক (পার্সোনেল) স্বাক্ষরিত চিঠিতে শিক্ষকদের চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের এ নোটিশ দেওয়া হয়। ছাঁটাইকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকেও শ্রমিকদের নিয়মেই গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়া হবে বলে মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। নোটিশ পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। শিক্ষকরা বলেন, এর আগে সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদমজীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিলেও মিল কর্তৃপক্ষের এ নোটিশে

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

এবার আদমজীর স্কুল-মাদ্রাসা

● প্রথম পাতার পর

আরেকবার সরকারের প্রতারক চরিত্র প্রকাশ পেলো।

শিক্ষকরা নিজেদের এ অবস্থার মধ্যেও নিজেদের কথার চাইতে বেশি বলছিলেন ১৪ জন ছাত্রীর কথা। এরা বিগত এসএসসি পরীক্ষায় এফ গ্রেড পেয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী এক সাবজেক্টে অনুত্তীর্ণ এসব ছাত্রী আবার এসএসসি দিয়ে পাস করলে তাদের উত্তীর্ণ হিসেবে ধরা হবে। কিন্তু স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে তারা এ সুযোগ পাবে না। এছাড়া সমস্যা সৃষ্টি হবে স্কুলে সংরক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের স্কুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট নিয়েও।

আদমজী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা বলেন, স্কুলের নবম শ্রেণীর ১২৩ জন ও দশম শ্রেণীর ১১৪ জন মোট ২৩৭ জন মেধাবী ছাত্রী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়া '৮৩ সাল থেকে '৯৮ সাল পর্যন্ত স্কুল সার্টিফিকেট স্কুলে জমা রয়েছে। '৯৯ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৫ শতাধিক ছাত্রীর সার্টিফিকেট এখনো স্কুলে পৌঁছেনি। ফলে এ সার্টিফিকেট তুলতে দুর্ভোগ পোহাতে হবে ছাত্রীদের। স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা এসব খোলা রাখার দাবি জানান।